সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের উপরে হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল

সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের ওপর আনসার সদস্যদের হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা।

রবিবার রাত এগারোটার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

সমাবেশ শেষে তারা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিক্ষোভ মিছিলটি প্রধান সড়ক হয়ে শহরের আনসার ক্যাম্পের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করে আনসারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। পরে ওখান থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইমতিযাজ আহম্মেদ,তামিম, মাহিনুর ইসরাম,আসিকসহ শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে জামায়াতের গণমিছিল ও সমাবেশে

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের সুরা সদস্য মাওলানা তাজ উদ্দিন খান বলেন, ইতিহাস স্বাক্ষী দেই ৭৫ সালে শেখ মজিবর রহমান স্বপরিবারে নিহত হওয়ার পর তার জানাজা জোটেনি। তার মেয়ে শেখ হাসিনা ২০২৪ সালে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় পরণের কাপড়টাও গুছিয়ে নিতে পারেনি।

এতো দাপট, এতো কলিজা এতো ক্ষমতা অথচ, আওয়ামী লীগকে মাত্র এক

ঘন্টার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
১৫ বছরে মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার সকল হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সন্ত্রাসী দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে বিরাট গণমিছিল ও সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নহর উদ্যাণে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা যুব বিভাগের সভাপতি ও পৌরসভার কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি সাব্বির হুসাইন, পৌর শিবিরের সভাপতি বকুল হোসাইন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা তাজ উদ্দিন খান আরো বলেন, জুলাইয়ের ৫ তারিখ পর্যন্ত যারা অত্যাচার জুলুম করেছে, অস্ত্র, বন্দুক, লাঠি হাতে নিয়ে ছাত্র জনতাকে গুলি করে মেরেছে, সারাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন করেছে এখন সময়ের দাবি তাদেরকে আইনীভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। যারা এলাকার সম্মানিত নেতাকর্মীদের জুডিশিয়াল কিলিং (বিচারিক হত্যা) করেছে, আমরা সেই ঘাতকদের বিচার চাই।

তাজ উদ্দিন খান আরো বলেন, বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল। এই ১৫ বছরে আমাদের স্বাধীনতা নেই অথচ, তারা আমাদের স্বাধীনতার গল্প শোনায়, বঙ্গবন্ধু ট্যানেলের গল্প শোনায়।

তিনি আরো বলেন, বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী সরকার ছোট্ট জেলা মেহেরপুরে জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে ৮৬ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে জামায়াতের ১০০ নারী কর্মীসহ এক হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলায় জেল দিয়ে বারবার রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করেছে। জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। আগুন দিয়ে জালিয়ে দেওয়া হয়েছে

বাড়ি ঘর। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতি করতে গিয়ে এতো ত্যাগ, এতো কোরবানি আর কোনো রাজনৈতিক দলকে দিতে হয়নি।

এমন কোনো অপরাধ নেই যা জামায়াতের উপর করা হয়নি। আর কত জুলুম নির্যাতন করলে জুলুমের শেষ হয় তা আমাদের জানা নেই। আমাদের হাজারো নেতাকর্মী তাদের বাড়িতে ঘুমাতে পারেনি। মাঠে ঘাটে ঘুমিয়ে রাত কাটাতে হয়েছে। বিগত ১৭ বছর যাবৎ জামায়াত শিবিরকে এসব মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন আমরা কি এলাকা ছেড়ে পালিয়েছি? তারপরেও জামায়াত ছিলো, জামায়াত আছে, আগামীতেও জামায়াত থাকবে।

এটা যে এতো অবিচার ছিলো শেখ হাসিনার পালানো দেখলেই বোঝা যায়। পালানোর সময় তার নেতাকর্মীর দিকে তাকানোর সময় ছিলোনা শেখ হাসিনার।

মাওলানা তাজ উদ্দিন খান আরো বলেন, মেহেরপুর জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি ও তৎকালিন জেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। যারা পরামর্শ করে ঠান্ডা মাথায় প্রশাসন দিয়ে হত্যা করেছে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

যারা তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আব্দুল জব্বার, সোলাইমান হোসেন, দেলওয়ার হোসেন, আব্বাছ আলীকে হত্যা করেছে আমরা সেইসব খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। এসব খুনের বিচার করতে না পারলে মহান রবের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

ছাত্র আন্দোলন ও তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি। এই স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের মৃত্যুকে শহীদি মৃত্যু এবং যারা আহত হয়ে এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

জামায়াতের জেলা থেকে শুরু করে প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ২০ লাখ টাকা উত্তোলন করে বন্যাদূর্গত বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য পাঠানোর অনুরোধ জানান তিনি।

এর আগে তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে একটি বিশাল গণ মিছিল মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর

উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়।

জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে গণ মিছিলে যোগ দেন।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর রাজত্বে চরম শূন্যতা

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মেহেরপুরের বাড়ি এখন জনশূন্য। দুর্দান্ত প্রতাবশালী ফরহাদের বিরুদ্ধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তার নিজ আসনের সব শ্রেণির মানুষ।

গত ৫ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে কাঠাতিনেক খোলা জায়গা ছাড়িয়ে বাইরে প্রধান সড়কের পাশে অগণিত প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেলের সারি থাকতো। মন্ত্রীর কারণে বাড়িটিতে কোন রাত নামতো না। দলীয় কার্যক্রম ছাড়াও সামাজিক কার্যক্রম আর দেনদরবারের নারী পুরুষের ভিড় লেগে থাকতো। বাড়িটিতে হাজিরা না দিলে মন্ত্রীর আস্থা হারিয়ে যেত। জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীও হাজিরা দিতে বাধ্য হতেন। নাহলে তাকে হতে হতো হয়রানীর শিকার।

জেলাজুড়ে সরকারি কর্মকর্তা, দলীয় নেতা-কর্মীকে উঠতো বসতে হতো মন্ত্রীর দেয়া নির্দেশনাতে। আহা- সেই বাড়ি এখন শুনসান নিরবতা। ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভের চিহ্ন সেই বাড়ির সামনে। আর এইসব ক্ষোভের বহিপ্রকাশ- দলে মারাত্মকভাবে বিভাজন তৈরী করা। প্রশাসনকে অধিনস্ত কর্মচারীর মতো দেখা, দলে নেতৃত্ব সৃস্টি হতে না দেয়া। একক সিদ্ধান্তে সব কিছু করা, ট্রাক প্রতিকের প্রার্থী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন, পরিবার ও নিকটাত্বীয়দের মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত করা, অনুগত না হলে কী প্রশাসন, কী সংবাদকর্মী বা দলীয় নেতা তাকে শকুনের দৃষ্টিতে দেখা, মিডিয়ার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটতে মধ্যরাতে সংবাদকর্মীকে তার বাড়িতে গিয়ে কেক কাটা ও মন্ত্রীর শুভকামনার ফুটেজ নিতে বাধ্য করা। রাস্ট্রের উন্নয়ন ঠিকেদারী কাজে সেজ ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও

শুরু হয় তখন ঝিঁঝি পোকারাও ডাক বন্ধ করে দিয়েছে। সামনের ভেটুল গাছটিসহ আশপাশের গাছগুলোতে আশ্রয়ে থাকা পাখিরাও হামলাকারীদের প্রতিরোধে হাঁক ডাক, চিৎকার করা বন্ধ করে দেয়। এসময় ত্রাণকর্তা হয়ে ক্রসফায়ারের নামে নিহত তারিক মোহাম্মদের ভাই মোহাম্মদ তাওফিকুল ইসলাম বুক আগলে ক্ষুব্ধ জনতাকে প্রতিরোধ করে আগুণ নিয়ন্ত্রণে আনে।

তাওফিকুল ইসলাম শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর পৌর কমিটির সভাপতি। মন্ত্রীর নির্দেশে যেখানে বন্দুক যুদ্ধের নামে ভাইকে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা। সেখানে মন্ত্রীর বাড়ি রক্ষায় বুক আগলে প্রতিরোধ করে মেহেরপুরে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে তাওফিকুল ইসলাম।

মেহেরপু পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো অথচ মেহেরপুর পৌরসভার দূর্ভাগ্য যে পৌরসভার উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রী নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তিনি আরও বলেন, কোন সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হিসেবে আমাকে আমন্ত্রিত করা হলে সেই অনুষ্ঠানে হাজির হতেন না মন্ত্রী। তিনি যেসব অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন সেসব অনুষ্ঠানের ব্যানার থেকে আমার নাম বাদ দিয়ে নতুন করে ব্যানার করতে হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে। এজন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়েছে।

দলীয় দ্বন্দ্ব প্রশ্নে দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিয়াজান আলী বলেন, দির্ঘ প্রায় দেড়যুগ সবকিছু হয়েছে মন্ত্রীর ইচ্ছামতো, পদ বণ্টন হয়েছে মন্ত্রীর স্বজনদের মধ্যে। দলের কোন নেতা-কর্মীকে মূল্যায়ন করা হয়নি। আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে বিচার প্রার্থণা করে আসছিলাম। প্রকৃতিই তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

মেহেরপুরে শাহজালাল ইসলামী

ব্যাংকের উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এর উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল চারটায় মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র জিনিয়াস স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৫০০ টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক আরজুল্লাহ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রিতা পারভীন এর উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক আরজুল্লাহ বলেন, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ও সামাজিক বনায়ন সৃষ্টির লক্ষ্যে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক সারাদেশে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এসময় ব্যাংকের অনান্য কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম রেজা পদত্যাগের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ অবস্থান কর্মসূচি করে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন

পরিষদের সামনে অবৈধ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবীতে এ অবস্থান কর্মসূচির পালন করা হয়।

অবস্থা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু ও যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, অবৈধ ভোটে নির্বাচিত হওয়া চেয়ারম্যান সেলিম রেজা সাধারণ মানুষদের হয়রানি করেছে। আমরা জেলা প্রশাসককের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ইউনিয়ন পরিষদকে দ্রুত প্রশাসনের আওতায় আনার জন্য।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, রেজাউল, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের গোলা উদ্ধার

মেহেরপুরে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অবিস্ফোরিত কামানের একটি গোলা উদ্ধার উদ্ধার করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর গ্রাম থেকে কামানের অবিস্ফোরিত এই গোলাটি উদ্ধার করেন পুলিশ।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের কালাচাঁদপুর গ্রাম দিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী তীরের মাটি খনন কালে এটি পাওয়া যায়। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ গোলাটি উদ্ধার করে এসময় সেনাবাহিনীর একটি টিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সার্কেল আব্দুল করিম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কালাচাঁদপুর গ্রামে ভৈরব নদের তীরে মাটি অপসারণের

লক্ষ্যে খনন কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। মাটি খননের সময় কামানের গোলাটি মাটির ভিতর থেকে বের হয়ে যায়।। পরে শ্রমিকরা মেহেরপুর সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে কামানের গোলাটি উদ্ধার করে সদর থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

তিনি জানান, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত কামানের গোলা হিসেবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার করা হলেও তা বিস্ফোরিত হয়নি বলে মনে করছেন পুলিশের এই কর্তাব্যক্তি। আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বোমা ডিস্পোজাল ইউনিটের মাধ্যমে নিষিক্রয় করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি।

স্থানীয়রা জানান, ১৯৭১ সালে এই এলাকায় বেশ কিছু গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হয়। মনে হচ্ছে ওই সময়ে এই সময় থেকে কামানের এই গোলাটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় মাটির নিচে পড়ে আছে।

মুজিবনগরে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সামাজিক উন্নয়ন, মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা বারোটার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এক যুব সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়।

যুব সমাবেশে ইমরান হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জাহঙ্গীর হোসেন, মিহিদুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, আবির হোসেন, বায়োজিদ হোসেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, এই যুব সংঘ মুজিবনগরকে মাদক মুক্ত করার লক্ষে বিশেষ ভাবে ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা,অসহায়- দরিদ্র শ্রেনীর

মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ করতে এই সংগঠনটি পরিচালিত হবে। যুব সমাবেশ শেষে ওমর ফারুককে আহব্বায়ক, হাবিবুর রহমান(বিকু) কে যুগ্ম আহব্বায়ক ও জাহাঙ্গীর হোসেনকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটি গঠন শেষে যুব সংঘের আহব্বায়ক ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটন, যুবলীগ নেতা পেরেশানসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে পৌর মেয়র জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান হিরণসহ ২৮ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ রবিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে এ মামলা দায়ের করেন ইমন বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তি। যার মামলা নম্বর সিআর ৯০৫/২৪। দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৩৮০/৩৮৩/৪২৭/৪৪৭/৫০৬(২)/১১৪/৩৪ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

মামলার বাদির পক্ষের আইনজীবী অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক শারমিন নাহার সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন বোসপাড়ার যুবলীগ নেতা নাহিদ, শেখ পাড়ার রিয়েল, পেরেশানের ভাই সোহানুর রহমান বাদশা, ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুবলীগ নেতা মাহাবুব খা, পেয়াদা পাড়ার লিখন, স্কুল পাড়ার ইয়ানুস, ভুমি অফিস পাড়ার তুফান,

মিথ্যা হয়রানীমূলক ভাবে উক্ত ১৭ নং আসামী মিজানুর রহমান অপু আমার নামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন/২০০৬(সংশোধনী/২০১৩) এর ৫৭(২) ধারা মিথ্যা মামলা দিলে, চিকিৎসাধিন অবস্থায় পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে এবং ৩ দিন চিকিৎসা শেষে পুলিশ আমাকে উক্ত মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে।

পরবর্তীতে আমি থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে চাইলে থানা কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কারণে মামলা গ্রহণ করে নাই। এছাড়া আসামীদের হত্যার হুমকি থাকায় বাদী ভয়ে আদালতে মামলা করতে পারেন নাই।

মুজিবনগরে যুব সমাজের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ দর্শনা প্রধান সড়কের দুই পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কেটে ফেলা গাছগুলোর শূন্যতা পূরণ করলো বল্লভপুর যুবসমাজ।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের শিক্ষার্থী ও যুব সমাজের উদ্যোগে বল্লভপুর গুড নেইবারর্স হতে আটকবর প্রধান সড়কের দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম।

এর আগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি’র ব্যানারে দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাটি এই স্লোগানে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজ গাছ লাগিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

এ সময় বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস রিঠুসহ স্কুলের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতায় থাকা সাইমন মন্ডল বলেন, রাস্তা বড় করার জন্য যে গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে, তারপর থেকে রোদের যে তীব্রতা আমরা সেটা বুঝতে পারছি। তাই রোদের এই তীব্রতা

থেকে বাঁচার জন্য এবং পরিপূর্ণ অক্সিজেন পেতে আমাদের যুব সমাজ, শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীর আয়োজনে, এই উদ্যোগ। আমরা চাই আমাদের মত বাংলাদেশের সকল যুবসমাজ রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে।

উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পথচারীদের মাঝে চারা বিতরণ সহ রাস্তার দু পাশে ৫৫০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়।

টেলিগ্রামের সিইও গ্রেপ্তার

জনপ্রিয় ম্যাসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পাভেল দুরভ গ্রেপ্তার হয়েছেন। শনিবার (২৪ আগস্ট) রাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি বিমানবন্দর থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

আজ রোববার (২৫ আগস্ট) বিবিসি জানিয়েছে, ফরাসি পুলিশ টেলিগ্রামের সিইওকে প্যারিসের উত্তরে একটি বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করেছে। দেশটির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রাইভেট জেট লে বোর্গেট বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাকে গ্রেপ্তার করে ফরাসি পুলিশ।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুরভের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় এই মেসেজিং অ্যাপের সাথে সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ওয়ারেন্টে রয়েছে। এজন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রুশ রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম তাস জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্পষ্ট করার জন্য ফ্রান্সে অবস্থিত রাশিয়ার দূতাবাস ‘তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ’ নিচ্ছে। অন্যদিকে ফ্রান্সের টিভি চ্যানেল টিএফ১ জানিয়েছে, ব্যক্তিগত জেটে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন পাভেল দুরভ।

রাশিয়া, ইউক্রেন এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে টেলিগ্রাম ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। তবে ২০১৮ সালে ব্যবহারকারীর ডেটা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করায় রাশিয়ায় অ্যাপটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর ২০২১ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

সূত্র: কালবেলা